যুগান্তর

তারিখ 01 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম

হিউম্যান রাইটস সামার স্কুল

'কে হতে পারে মানবাধিকার আইনজীবী এবং তাদের কাছ থেকে কি আশা করার যায়' - এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেই এবারের সামার স্কুলে পাঠদান পর্বের সূচনা হয়।

'এলকপ' (Empowerment Through low of the Common People) কুমিল্লার বার্ড (BARD)-এর মনোরম পরিবেশে তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করে ১১ দিনব্যাপী 'হিউম্যান রাইটস সামার স্কুল'। ১১ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই সামার স্কুল। দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে মোট ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। 'এলকপ'-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনিই এ সামার স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা।

সামার স্কুলে অংশগ্রহণকারীদের এবারের বিষয় ছিল 'হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট।' ১২ ডিসেম্বর সকালে এবারের শীত মৌসুমে শুরু হওয়া সামার স্কুলের উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এনআর মাধবা মেনন. পুরো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'এলকপ'-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর কেএএ কামরুদ্দিন।

মানবাধিকার আইনজীবী কে হতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে কি আশা করা যায়- এই বিষয়টি দিয়েই বিচারপতি কেএম সোবহান সামার স্কুলের পাঠদান শুরু করেন। ড. মাধবা মেনন, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. শাহ আলম, মোঃ শহীদুল হক, রিনা সেন গুপ্তা, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. ফস্টিনা মেরেরা, প্রফেসর কাজী আহমদ নবী, প্রফেসর আনু মোহাম্মদ, ড. জাহিরুল ইসলাম, ডেভিড আর হার্ডেন, মিস জেন ই সুকোস্তি নির্বাচিত বিষয়ের ওপর সামার স্কুলে বক্তৃতা করেন।

সামার স্কুলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা

সামার স্কুলে ছিল কিছু মজার ব্যাপার। ইজজই-এ উপস্থিত হওয়ার দিনটিতে ডিনারে লোগো ম্যাচিং গেম-এ পরস্পর পরস্পর সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়। ১৬ ডিসেম্বর ছাত্রছাত্রীরা ময়নামতি, কুমিল্লা ওয়ার সিমেট্রি এবং কুমিল্লা শহর ঘুরে দেখার সুযোগ পায়। রাতে তানভীর চৌধুরী পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ছিল 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'। ১৮ ডিসেম্বর অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা কুমিল্লা জেলা বরাইল ইউনিয়নের সমিতিভুক্ত এবং সমিতি বহির্ভূত গ্রামগুলোর মানুষের অবস্থা এবং কোন কোন দিকে প্রকৃত মানবাধিকার উন্নয়ন সম্ভব সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করে রিপোর্ট তৈরি করে। এ দিন রাতে প্রদর্শিত হয় 'কন্যা তোমার ঠিকানা কি' স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি। ২০ ডিসেম্বর গঠিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, বিকেলে ছাত্রছাত্রীরা 'Mock-Trial'-এ অংশগ্রহণ করে।

২২ ডিসেম্বর সকালে বেদনারিক্ত হৃদয়ে অংশগ্রহণকারীদের বার্ড প্রাঙ্গণ ত্যাগের মাধ্যমে শেষ হয় 3rd Human Rights Summer School অংশগ্রহণকারীরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকারকর্মী হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই ফিরেছে। অনেক কিছু নয়, অল্প অল্প প্রচেষ্টা আর সদিচ্ছাগুলোই মানবাধিকারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করবে একদিন।

রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী